‘ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : প্রতিরোধের শক্তি’ বিষয়ে ইকতিজা আহসানের পাঠ প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া

সামিনা লুৎফা নিত্রা

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এককালের সহপাঠী ও প্রান্তস্বরের সম্পাদক ইকতিজা আহসানকে ‘ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : প্রতিরোধের শক্তি’ শীর্ষক অনুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও লেখাটি বিষয়ে তাঁর প্রশ্নসমূহকে আমাদের সামনে আনার জন্য। লেখাটি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়াকে আমি তিনটি পৃথক ভাগে পাঠ করেছি এবং এ বিষয়ে তিনটি পৃথক ভাগে আমি তাঁর পাঠ সম্পর্কে আমার সাফাই পেশ করব। প্রথম ভাগে ইকতিজা প্রবন্ধটির ভাষান্তর ও সম্পাদনাজনিত কিছু প্রমাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, দ্বিতীয়ত, তিনি আমার ব্যবহৃত তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত ফ্রেমওয়ার্কের ঘাটতির দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমার ফ্রেমওয়ার্কটিকে অপরিপক্ব বড়-বয়ান (মেটা ন্যারেটিভ) সাব্যস্ত করে একটি বিকল্প ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তাব করেছেন এবং তৃতীয়ত, আমার বিশ্লেষণকে উচ্চবর্গের নির্মাণ ও সেক্যুলারবাদী অভিহিত করেছেন (আমার সন্দেহ যে এই শেষোক্ত অভিধাদ্বয় তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পূর্বপরিচয়প্রসূত ও খানিক বায়াসড)। আশা রাখি যে আমার আলোচনার শেষে তিনিও আমার সাথে এ বিষয়ে একমত হবেন।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে ইকতিজার প্রতিক্রিয়া-নিরপেক্ষ দুটি সাফাই পেশ করে নিতে চাই । প্রথমত, ‘সর্বজনকথা’য় প্রকাশিত লেখাটি, ৮০ হাজারের অধিক শব্দে লেখা আমার পিএইচডির অভিসন্দর্ভের ক্ষুদ্র একটি সম্পাদিত অংশের অনুবাদ, এ থেকে ফুলবাড়ী আন্দোলনের কয়েকটি দিনের ঘটনা নিয়ে আমার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে খানিক ইঙ্গিত মেলে মাত্র, এ নিয়ে করা ব্যাপক অনুসন্ধানের আভাস মেলে না । মিলবে সে আশা করাটা যৌক্তিকও নয়। দ্বিতীয়ত, আবেগের (ইমোশন) তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক ও কর্তব্যবোধের (অব্লিগেশন) প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ ছাড়াও অভিসন্দর্ভে আমি ফুলবাড়ী আন্দোলনের পেছনের অন্যান্য কাঠামোগত বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা চলক নিয়ে আলোচনা করেছি, যার কোনোটাই আলোচ্য প্রবন্ধের সীমানায় পড়েনি বিধায় লেখকের সচেতন ইচ্ছায় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর বাংলায় নাটক লেখার বদনাম থাকলেও বাংলায় সমাজবিজ্ঞান আলোচনায় আমার অপ্রতিভতার দায় স্বীকার করেই অনুবাদকর্মটিকে মওদুদ রহমানের ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অশেষ। সে অপ্রতিভতার বন্ধুর পথে এবার আমাকেই নামতে হলো, পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাব্য দায় নিয়ে। মার্জনা প্রার্থনা করে, গৌড়চন্দ্রিকা ছেড়ে এবার আসল কথায় আসি।

ভাষান্তর ও সম্পাদনাজনিত অস্পষ্টতার কারণে যেসব প্রশ্ন ওঠা সম্ভব, সেসব নিয়েই প্রথমে আলাপ করছি । ‘দাবি আদায়ে ফুলবাড়ী আন্দোলনের অর্জিত সাফল্য উদাহরণ হিসেবে খুব বেশি নেই’–এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি যথার্থই ধরেছেন যে আরো অনেক আন্দোলনের সাফল্যের ইতিহাস আছে। সেসব সফল আন্দোলনের উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। তবে যেটুকু বাদ পড়েছিল তা যুক্ত করলে আমার যুক্তিটা দাঁড়ায় এরকম : ফুলবাড়ী আন্দোলন খুব অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে তার মূল সমস্যার জায়গায় আঘাত করতে পেরেছিল–আন্দোলন খুব দ্রুত জাতীয় পর্যায়ে সরকারকে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোম্পানিকে বিপদে ফেলতে পেরেছিল। যা ঘটার তা ঘটেছিল ২৬ আগস্ট থেকে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে। এছাড়া কেবল উন্মুক্ত খনি বিরোধী আন্দোলনের দিক থেকে দেখলে ফুলবাড়ী অনন্য সেকথা তিনিও খানিকটা স্বীকার করেছেন। আমার এ যুক্তি একই গবেষণার অন্য অংশে আহৃত বিশ্লেষণ থেকে নেওয়া, যেখানে আমি দেখেছি ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে ৩৯৭টি উন্মুক্ত খনির মধ্যে ফুলবাড়ীতে আন্দোলন সংগঠিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং এ আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী তোলপাড়ও তুলেছে বেশি–সে বিষয়ে এখানে বিশদ করা অসম্ভব এবং আমি সে কাজে ব্রতীও হব না। আর একটু আগেই বললাম সেই তোলপাড়ে অন্য পক্ষ অর্থাৎ পরাক্রমশালী সরকার ও বিদেশি কোম্পানি নাড়াও খেয়েছে খুব সহজে ও অল্প সময়ে। পাগলাই ধুম, ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সাথে ফুলবাড়ী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণগত পার্থক্য সচেতন ‘আমপাঠকের’ নজর এড়াবে ভাবিনি।

প্রথম ধরনের প্রতিক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো : “তাছাড়া এই পাঠে এক ধরনের স্ব-বিরোধিতাও লক্ষ্য করা গেছে। কারণ তিনি একবার বলেছেন ‘রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও চরমতম হুমকীর মুখেও ঘটনা-পরবর্তী তাৎক্ষণিক উত্তেজনা এবং এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই আন্দোলনের জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে কোন কোন আন্দোলনকারীর বয়ানে উঠে এলেও আমি তাতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি।’ আবার তিনিই বলছেন ‘রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী নাগরিকদের জীবন রক্ষার বদলে জীবন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন মানুষ উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে সকল ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্যতর মাত্রা দান করে।’ এখানে ‘তাৎক্ষণিক উত্তেজনা’ ও ‘উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে’ দুটি শব্দবন্ধ একই অর্থ বহন করে।”

এক্ষেত্রেও আমি প্রতিক্রিয়ার সাথে একমত। কারণ শব্দবন্ধ দুটির ব্যবহার যে কাউকেই ধন্দে ফেলবে। তবে প্রথম বাক্যটির একটু ব্যাখ্যায় এ ধন্দ কাটতে পারে বলে মনে করি। প্রথম বাক্যের ক্ষেত্রে আমার ‘ভিন্নমতের’ কারণ হলো ‘তাৎক্ষণিক উত্তেজনা’ কখনোই এ আন্দোলনের মুখ্য চালিকাশক্তি হতে পারে না। এটা মনে করি বলেই কোনো কোনো আন্দোলনকারীর ভাষ্যে এটা উঠে এলেও তার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করি। এ কারণেই আমি মনে করেছি–তাৎক্ষণিক উত্তেজনা নয়, বরং পুলিশি হামলার পর আন্দোলনকারীদের আবেগ কী কী হেলদোলের (ইমোশনাল কমোশন) ভেতর দিয়ে যায় সেটা অনুসন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘উত্তেজনা-তাড়িত’ ভুল প্রতিশব্দ, তাই প্রতিক্রিয়ার সাথে আমি এখানে একমত। তবে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ব্যাপারে আমার ‘কিছুটা ভিন্নমতের’ বিষয়ে আশা করি আমার ব্যাখ্যা যথেষ্ট হবে।

এবার আমার তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়মূলক ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার মূল আপত্তি বিষয়ে আমার বক্তব্য : মনে রাখা দরকার,

আবেগ বা ইমোশনকে যুক্তি বা রিজনের বিপরীত অর্থে আমি গ্রহণ করিনি। বরং গুডউইন, জ্যাসপার ও পলেতার (২০০১) সংজ্ঞা থেকে একে দেখেছি, যা ব্যাখ্যা করতে পারে একটি বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কেন একটি বিশেষ আচরণ করে। এই বিশেষ আচরণের পেছনে ঐতিহাসিক নানা কিছু থাকতে পারে, নানা কাঠামোগত চলক যা উল্লিখিত গবেষণার অন্য অংশে আলোচিত। কিন্তু ঘটনার ওই বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা ও তার নিজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সামাজিক আন্দোলনে ইমোশনের ভূমিকাকে সামনে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সামাজিক আন্দোলন গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং এই ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে ইমোশনের অবস্থান খুবই মাজুল, কোনোভাবেই তা সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় বড়-বয়ান নয়। কারণ সামাজিক আন্দোলন গবেষণায় ইমোশনের মূল প্রস্তাবকগণ একই আন্দোলনে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন আবেগীয় অবস্থানকে স্বীকার করে এই ভিন্ন আবেগের ভিন্ন মানচিত্রের (কোলাজ) মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের পরবর্তী কর্ম বা অ্যাকশনকে বুঝতে চায়। এই ফ্রেমওয়ার্ক দেখতে চায় আবেগের পরিবর্তনশীলতা কী করে নানামুখী ঘনীভবন ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগোয়। আমিও সেটাই ধরতে চেয়েছি, অ্যাক্টরদের নিজ জবানিতে। এর মাধ্যম হিসেবে আমি ট্রান্সভারসাল পলিটিকসের প্রণালীগত ব্যবহার করেছি, যা একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ঘটমানতাকে খুঁজে দেখতে পারে যেহেতু অ্যাক্টররা স্থানিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে একই ঘটনার ভিন্ন অংশকে দেখতে পায় মাত্র, ঘটার সময় পুরো ঘটনাকে একসাথে দেখতে পায় না। ফলে তাদের মাঝে বিভিন্নমুখী ইমোশনের ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাত পরবর্তী ঘটনাকে চালিত করে। আমার কাছে ৭০ হাজারের বেশি মানুষের জমায়েতের মুখ অন্বেষণে একেই সবচেয়ে সর্বজনমুখী পন্থা মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের চৈতন্য বা সাব-অলটার্ন বিদ্যার তাত্ত্বিক কাঠামোকে ব্যবহার করাই যেত। কিন্তু করিনি তার অনেক কারণের একটি হলো আমি ইকতিজার মতো ফুলবাড়ী আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করিনি। ফুলবাড়ী সকল অর্থে সর্বজনের আন্দোলন, যা স্থানীয় নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ, জাতীয় পর্যায়ে সকল নাগরিকের স্বার্থের ও আন্তর্জাতিকতায় বহু ধরনের আন্দোলনকারীর সম্মিলিত কর্মযোগের ফসল। সেই অংশীদারদের মধ্যে স্থানীয় অংশ ২৬ আগস্ট ও তার পরের চার দিন যে আবেগীয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে তার আলোচনাই এ রচনার উপজীব্য ছিল। একে কেবল নিম্নবর্গের কৃষক আন্দোলনরূপে আমি এম্পিরিক্যালি দেখতে পাইনি। পাঠকেরও এই বিশ্লেষণকে আবেগের প্রপঞ্চে সরলীকরণ মনে করার অবকাশ আমি দেখি না, কারণ আবেগ কোনো সরল বিষয় নয়, এর জটিলতার বিশদকরণই আলোচ্য বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এই বিশ্লেষণে নানা স্থানিক অবস্থানে থাকা আন্দোলনকারীর ভিন্ন ভিন্ন আবেগের নানা উত্থান-পতনের পথ ধরে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে দেখার চেষ্টা করাকেই সকল বর্গের বয়ানকে তুলে ধরার উপায় হিসেবে দেখেছি।

যূথবদ্ধ কর্তব্যবোধের (কালেক্টিভ অব্লিগেশন) আলোচনায় ধর্মীয় আচারের ভূমিকা নিয়ে আমার আলোচনাকে 'শক্তিশালী বিশ্লেষণ' মনে করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই আলোচনার জন্যই আমি 'এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের' ভূমিকার কথা আমার লেখার শুরু থেকেই চিহ্নিত করে এসেছি। তবে এক্ষেত্রে আমরা আন্দোলনকারীদের শুধু নিম্নবর্গের মানুষ বলে ধরে নিলে যেমন ভুল হবে, তেমনি সকল নিম্নবর্গকে শুধু মুসলমান বলে ধরে নিলেও একই রকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। আমি একাধিক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি, কেন আমি একটি ধর্মীয় আচারকে ধর্মচিন্তার বাইরে গিয়ে সামাজিক (কমিউনিটি) দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ বলেছি। কারণ আন্দোলনের 'যোজক'গণ সকলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, সব আন্দোলনকারীও না। হিন্দু ধর্মের লোকেরা এবং ধর্ম বিষয়ে অনেকাংশে সংশয়বাদী বামপন্থীরাও আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকাকে ফরজ জ্ঞান করেছেন–তাদের ব্যক্তিগত ধর্মচিন্তার বাইরে তাঁরা অবশ্যই গেছেন। কাজেই সকলকে মুসলমান সাব্যস্ত করে তাঁদের ইমান দিয়ে নিশানের অর্থ বুঝতে গেলে এরকম অনেক ধর্মীয় নিম্নবর্গকে, তাদের স্বরকে বাদ দিতে হতো। তাতে 'উচ্চবর্গের সেক্যুলারবাদী নির্মাণের' গাল হজম করতে হলে তা করব বৈকি। আর নিম্নবর্গ কোনো সমধর্মী (হোমোজেনাস) গোষ্ঠীও তো নয়, তাই না? এক্ষেত্রে আমার একমাত্র সাফাই এই যে, এ আন্দোলন সম্পর্কে আমার বোঝাপড়াটা একটা দীর্ঘ এমারজেন্ট প্রক্রিয়ার ফসল, আমি শিখেছি আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে, তাদের বয়ান থেকে। সেটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল, তবে এই নির্মাণে আমার নিজ ভূমিকা সম্পর্কে আমি অবহিত। বারবার আন্দোলনকারীদের বয়ানে ফিরে ফিরে গেছি, যাতে আমার ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থান আমার বিশ্লেষণে ন্যূনতম প্রভাব ফেলে। সম্পূর্ণ শ্রেণিপ্রভাবমুক্ত বয়ানের দাবি নিশ্চয়ই গুহ বা ভদ্রও করবেন না। স্মর্তব্য, আমার রাজনৈতিক অবস্থানের প্রভাব এ বয়ানের সবখানেই আছে, সেটা ইচ্ছাকৃত। আমি নিজেকে অ্যাক্টিভিস্ট গবেষক বলে দাবি করি এবং ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিপক্ষে আমার অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেই আমি এ গবেষণাটি করেছি।

তৃতীয়ত, প্রবন্ধের অব্লিগেশনের প্রত্যয়টিকে উচ্চবর্গীয় সেক্যুলারবাদিতার প্রবল প্রতাপে ধরাশায়ী সাব্যস্ত করাটাকে আমি এককালের সহপাঠীর ব্যক্তিগত পূর্বঅভিজ্ঞতাজাত ভর্ৎসনা হিসেবে গ্রহণ করলাম। এ বিষয়ে মেথোডলজিক্যাল সাফাই ওপরের অনুচ্ছেদে পেশ করেছি। ফুলবাড়ী আন্দোলন বিষয়ে সহপাঠী ও সহকর্মীদের সে সময়কার তুমুল তর্কাতর্কিতে অংশ নিয়ে মুখ-কালাকালি পর্যায়ের ঝগড়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ না হওয়াকে আমার মফস্বলবাসের সুফল ভাবি।

সকলের বোঝার সুবিধার্থে এবং আরো বাহাসের সুযোগ তৈরি করার জন্য আমার একটি চলমান অসমাপ্ত ইংরেজি প্রবন্ধ, যা থেকে সম্পাদিত অনুবাদ আলোচ্য প্রবন্ধে পরিণত হয়ে 'সর্বজনকথা'য় প্রকাশিত, তার শেকল উদ্ধৃত করছি। আলোচ্য প্রবন্ধটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য ইকতিজাকে পুনরায় ধন্যবাদ আর আমাকে সাফাই উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ায় 'সর্বজনকথা'র সম্পাদকের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সামিনা লুৎফা নিত্রা: সহকারি অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: nitrasam21@yahoo.com